যায়যায়দিন
তারিখ 26 NOV 2007

মোহাম্মদ আখতার হোসেন

ইউনিভার্সিটির মেইন গেট

এন্টারটেইনমেন্ট

ছাত্রছাত্রীদের মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও মানবিক গুণাবলীর সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের অনেক ক্লাব বা সোসাইটি রয়েছে। এসব সংগঠনের মাধ্যমে তারা নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে ও চিত্তবিনোদনের সুযোগ লাভ করে। এর মধ্যে বিএনসিসি, যুব, রেড ক্রিসেন্ট, প্রেস ক্লাব, ডিবেটিং সোসাইটি, নাট্য সংগঠন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আবার এসব সংগঠনের নামও খুব চমৎকার। যেমন-থিয়েটার নিপুণ, নৃ-নাট্য, কৃষ্টি, ব-পাঠ, নৈয়ায়িক, ৩৫-সস, ভৈরবী ইত্যাদি।

জব সেক্টরে সাফল্য

বিসিএস এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে খুলনা ইউনিভার্সিটির রয়েছে ব্যাপক সাফল্য। বিভিন্ন বেসরকারি এবং মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিগুলোতে এ ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটদের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। খুলনা ইউনিভার্সিটির পাঠ্যসূচি ও পাঠদানের মাধ্যম ইংরেজী। স্টুডেন্টের জন্য Basic English Course এবং Basic Computer Course বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি স্টুডেন্টকে অন্য যে কোনো ইউনিভার্সিটির তুলনায় শিক্ষা লাইফে প্রচুর প্রেজেন্টেশন এবং অ্যাসাইনমেন্ট করতে হয়। আর ডিসিপ্লিনগুলোতে প্রতিটি টার্মের শেষে সেন্ট্রাল ভাইভা নেয়া হয়, যা পরে জব সেক্টরের ভাইভা ভীতিকে দূর করে। এসবের সঙ্গে শুরু থেকেই ইংরেজি এবং কমপিউটারে দক্ষ হয়ে ওঠা এ ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদের জব সেক্টরের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখছে সবসময়।

ক্যাম্পাসের অনন্য বৈশিষ্ট্য

দেশের অন্য সব পাবলিক ইউনিভার্সিটি যখন নানা অস্থিরতায় থাকে অশান্ত, বুলেটের আঘাতে অকালে ঝরে যায় বহু মেধাবীর প্রাণ, দিনের পর দিন বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের সেশনজটে পড়তে হয়, সেক্ষেত্রে খুলনা ইউনিভার্সিটি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এ ইউনিভার্সিটির শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর দিন থেকে এ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পলিটিক্সমুক্ত রাখার অঙ্গীকার ও শপথবাক্য পাঠ করিয়ে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে প্রবেশ করানো হয়েছে। শুরুর এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল রেখে গৌরবোজ্জ্বল ১৬ বছর পার করলো খুলনা ইউনিভার্সিটি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

খুলনা ইউনিভার্সিটির কার্যক্রম গতিশীল করতে ইতিমধ্যে প্রণীত ২৫ বছরের একাডেমিক মহাপরিকল্পনা যুগোপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিদ্যমান পাচটি স্কুলের সঙ্গে আরো তিনটি নতুন স্কুল হিসেবে যথাক্রমে Education, Law, Home Economics প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত ১৬টি ডিসিপ্লনের অতিরিক্ত আরো ৪৫টি নতুন ডিসিপ্লিন, তিনটি ইন্সটিটিউট ও সাতটি সেন্টার খোলার প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন ডিসিপ্লিনগুলোর মধ্যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড মিনারাল রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং, জুট অ্যান্ড টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়াটার রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং, পদার্থবিদ্যা, পরিসংখ্যান, রসায়নবিদ্যা, ওসানোগ্রাফি, অ্যানিমাল হাজবেন্ড্রি অ্যান্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স, পাবলিক হেলথ, মাইক্রোবায়োলজি, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, বায়োকেমিস্ট্রি, ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, মার্কেট অ্যান্ড মার্কেটিং স্টাডিজ, বিজনেস অ্যাকাউন্টিং, হিস্টোরিকাল স্টাডিজ, বাংলা, দর্শন, এডুকেশন ডিসিপ্লিন, জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন, লোক প্রশাসন, পপুলেশন অ্যান্ড হিউমেন রিসোর্স, নৃবিজ্ঞান, সোশাল ওয়ার্ক, করাপশন অ্যান্ড ক্রিমিনলজি ডিসিপ্লিন রয়েছে। এর মধ্যে শিগগিরই আরো নতুন সাতটি ডিসিপ্লিন খোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এগুলো হলো জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, সমাজকর্ম, বেসিক সায়েন্স, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ম্যানেজমেন্ট ডিসিপ্লিন। সবার যৌথ প্রচেষ্টায় খুলনা ইউনিভার্সিটিকে দেশের সেন্টার অফ এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তুলতে এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা ও প্রসারতার দিক লক্ষ্য রেখে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ও কারিকুলাম সময়োপযোগী করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে অর্গানোগ্রাম তৈরি করা হয়েছে। বিদ্যমান একাডেমিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রণীত এ অর্গানোগ্রামে ৩১৯ জন প্রফেসরের পদসহ ১,৩৬৪ জন শিক্ষক, ২৮৮ জন কর্মকর্তা, ৬১০ জন তৃতীয় ও ৬৯০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে।

ছাত্রদের খানজাহান আলী হল

বিদেশি শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস

পলিটিক্স, সেশনজট ও সন্ত্রাসমুক্ত ইউনিভার্সিটি হিসেবে খুলনা ইউনিভার্সিটির স্বীকৃতি এখন বাংলাদেশ ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা ও নতুন নতুন যুগোপযোগী সাবজেক্ট থাকাই শিক্ষার্থীদের মূল আকর্ষণ। এজন্য এ ইউনিভার্সিটি থেকে আন্তর্জাতিক মানের ডিগ্রির আশায় পরিবেশ ও সংস্কৃতিগত পার্থক্যকে পাশ কাটিয়ে বিদেশি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও আকর্ষণ বেশি। নৈসর্গিক পরিবেশের এ ক্যাম্পাসে বর্তমানে ৩৬ জন বিদেশি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছেন। 'বাংলাদেশের অনেক ইউনিভার্সিটি থাকতে কেন খুলনা ইউনিভার্সিটিতে আসা'- এ প্রশ্নের জবাবে ফামার্সি ডিসিপ্লিনের সেকেন্ড ইয়ারের নেপালিজ ছাত্র বিকাশ কুমার সাহা বলেন, 'পলিটিক্স ও সেশনজট না থাকায় নির্দিষ্ট সময়ে বের হওয়া যায়। এ ক্যাম্পাসে মারামারি বা হানাহানিও দেখা যায় না, এখানকার মানুষজনও খুব মিশুক ও বন্ধুভাবাপন্ন। এখানে তুলনামূলক খরচ কম এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সিস্টেম ফলো করা হয়। তাছাড়া নেপালসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ইউনিভার্সিটির যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। আমি এ ইউনিভার্সিটিতে পড়তে পেরে গর্বিত।'

এবারের ইউনিভার্সিটি দিবস

চলতি বছরের শুরু থেকে ইউনিভার্সিটি দিবস পালনের জন্য তিন দিনব্যাপী মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু গত ১৫ নভেম্বর প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় 'সিডর'-এর আঘাতে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হওয়ায় ইউনিভার্সিটি দিবসের প্রায় সব কর্মসূচি বাতিল করা হয়েছে। ইউনিভার্সিটি দিবস পালন উপলক্ষে বাজেটের সিংহভাগই দুর্গত এলাকার ত্রাণ তৎপরতার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়া প্রতিষ্ঠা দিবসের আনন্দ ভুলে খুলনা ইউনিভার্সিটির ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সবাই নিজ নিজ উদ্যোগে ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নিচ্ছে।

সমাবর্তন

প্রথম সমাবর্তন : ১০ এপ্রিল, ১৯৯৭
দ্বিতীয় সমাবর্তন: ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০১
তৃতীয় সমাবর্তন: ১৯ মার্চ, ২০০৭ সালের

প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষা সাফল্যের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখে খুলনা ইউনিভার্সিটি এগিয়ে যাচ্ছে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে। বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলরের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে গত আড়াই বছরে উন্নয়ন, সংস্কার ও গৃহীত নানামুখী পদক্ষেপ ইউনিভার্সিটির শিক্ষা, গবেষণা, অবকাঠামোগত এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পেয়েছে নতুন গতি। ইউনিভার্সিটির এসব কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার, মঞ্জুরি কমিশনের সহায়তা এবং সামাজিক শুভেচ্ছায় সম্ভাবনার সব দিগন্তে প্রসারিত হবে এবং মানব কল্যাণে উৎকর্ষের লক্ষ্যে আগামী দিনে এগিয়ে যাবে খুলনা ইউনিভার্সিটি।

খুলনা ইউনিভার্সিটির একমাত্র ছাত্রী হল

aktarku06@gmail.com